



Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, পঞ্চম সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ১৮, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর, ৬



জোরদার ইন্দো-স্যুইস সম্পর্ক, সই একাধিক চুক্তি

নয়াদিল্লি: অভিবাসন ও পেশাজীবী বিনিময় থেকে পরিবহণ পরিকাঠামো, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও প্রতিরক্ষা—একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে ভারত ও সুইজারল্যান্ড একাধিক চুক্তি ও সমঝোতায় সই করল। সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের সময়ে দুই দেশের মধ্যে মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি পার্টনারশিপ, ইয়ং প্রফেশনালস এক্সচেঞ্জ এবং পরিবহণ প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণা ও স্টার্টআপ ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্যও নতুন কাঠামো তৈরি হয়েছে। মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি পার্টনারশিপ সংক্রান্ত সমঝোতার লক্ষ্য দুই দেশের মধ্যে সমান আচরণের ভিত্তিতে অভিবাসন ও নাগরিক চলাচল সংক্রান্ত সহযোগিতা বাড়ানো এবং অনিয়মিত অভিবাসন, মানবশোষণ ও পাচার প্রতিরোধ করা। এই ব্যবস্থার আওতায় পাঁচ বছর পর্যন্ত একাধিকবার প্রবেশের ভিসা এবং প্রতিবার সর্বোচ্চ ছ'মাস পর্যন্ত থাকার সুযোগ থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য এক বছরের অনুমতিপত্রের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

দুই দেশের তরুণ পেশাজীবীদের মধ্যে বিনিময় বাড়তে ইয়ং প্রফেশনালস এক্সচেঞ্জ চুক্তিও হয়েছে। এর মাধ্যমে তরুণ পেশাজীবীরা অন্য দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করার সুযোগ পাবেন এবং নিজেদের জাদুগুড়া: ভারতের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির জন্য দেশীয় ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছয় দশকের যাত্রা পূর্ণ করল ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড বা ইউসিআইএল। ৪ অক্টোবর ১৯৬৭ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার ছয় দশক পূর্তি উপলক্ষে বাড়খাণ্ডের জাদুগুড়ায় শুরু হয়েছে ইউসিআইএল এর হীরকজয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান। পরমাণু শক্তি দফতরের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ইউসিআইএল-এর এই অনুষ্ঠানে পরমাণু শক্তি কমিশনের অর্থ সদস্য সীমা জৈন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তিনি জাদুগুড়ার গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রযুক্তি প্রদর্শনী পাইলট প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। জাদুগুড়া ভূগর্ভস্থ খনির ৮১৫ মিটার গভীরতায় সাহা ইনসিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রস্তাবিত ডার্ক ম্যাটার ল্যাবরেটরির নতুন স্থানও পরিদর্শন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে সীমা জৈন বলেন, ইউসিআইএলের হীরকজয়ন্তী ছয় দশকের বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা এবং দেশের প্রতি নিবেদিত পরিষেবার উদযাপন। ভারতের ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ড. হেমি জাহাঙ্গীর ভাবা এবং অন্যান্য অগ্রণী বিজ্ঞানীদের অবদানের কথাও তিনি স্মরণ করেন। কঠিন পরিবেশ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ইউসিআইএলের

পেশাগত ও ভাষাগত দক্ষতা বাড়তে পারবেন। প্রতি বছর দুই দেশ থেকেই ৩০০ জন করে এই বিনিময় কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন। প্রয়োজনে এই সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। জাতীয়তা ও বসবাসের স্থিতি যাচাইয়ের জন্য ৩০ থেকে ৯০ দিনের সময়সীমার ব্যবস্থাও রয়েছে। পরিবহণ প্রযুক্তি, গতিশীলতা ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সহযোগিতার নতুন দরজা খুলেছে। ভারতের সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক এবং সুইজারল্যান্ডের অর্থনৈতিক বিষয়, শিক্ষা ও গবেষণা দফতরের মধ্যে হওয়া সমঝোতার আওতায় বৈদ্যুতিক যান, রোপওয়ে, চক্রাকার অর্থনীতি, সুড়ঙ্গ এবং অন্যান্য পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বারাগসীর রোপওয়ে, নয়ডার জেওয়ার বিমানবন্দর এবং পার্বত্য অঞ্চলে রেল ও সুড়ঙ্গ প্রকল্প ভারত-সুইজারল্যান্ড পরিকাঠামো সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সুইজারল্যান্ডের পরিকাঠামো সংস্থাগুলিকে ভারতে বড় আকারে বিনিয়োগের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি, নকশা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সহযোগিতাকে দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতের *দ্বিতীয় পাতায়*

বঙ্গে নয়া এয়ারপোর্ট

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হল। নবান্ন সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দফতর, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক এবং এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া'র মধ্যে 'উড়ান' প্রকল্পের আওতায় চারটি বিমানবন্দর ও সিভিল এনক্লের উন্নয়নের জন্য সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পুরুলিয়ার ছররা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ারের হাসিমাড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কিনজারাপু রামমোহন নাইডু, রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংহ এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকেরা। কেন্দ্রের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ প্রকল্প 'উড়ান'-এর মাধ্যমে আগামী দশ বছরে রাজ্যে বিমান যোগাযোগের পরিকাঠামো আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে আগামী দশ বছরে প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা

বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। চারটি প্রকল্পের মধ্যে পুরুলিয়ার ছররা বিমানবন্দর দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার শিল্প ও পর্যটন যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বালুরঘাট বিমানবন্দর দক্ষিণ দিনাজপুরকে বৃহত্তর আঞ্চলিক বাজারের



সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের সুযোগ বাড়াবে। হাসিমাড়ায় বিমানবন্দর ও সিভিল এনক্লের গড়ে উঠলে ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের পর্যটন এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলাইকুণ্ডার বিমান পরিকাঠামো পশ্চিম মেদিনীপুরের শিল্প ও আঞ্চলিক অর্থনীতির

সঙ্গে বিমান যোগাযোগের সুযোগ বাড়াবে। এই প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জমি এবং প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরির ব্যবস্থা করার কথা রয়েছে। বিমানবন্দর পরিকাঠামো ও বিমান পরিষেবা সংক্রান্ত কাজে এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এদিন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী বেহালা বিমানপট্টিও পরিদর্শন করেন। সেখানে আধুনিক ফ্লাইং ট্রেনিং অর্গানাইজেশন বা এফটিও গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমান চলাচল-ভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পাইলট প্রশিক্ষণ ও বিমান চলাচল সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগের বিস্তার শুধুমাত্র যাত্রী পরিবহণের সময় কমানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বাণিজ্য, পর্যটন, পণ্য পরিবহণ, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে জেলা ও মফসসল শহরগুলির সঙ্গে বড় বাজারের দ্রুত যোগাযোগ তৈরি হলে স্থানীয় শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সুযোগ বাড়বে। এর পাশাপাশি কলকাতার বিমান যোগাযোগের ক্রমবর্ধমান *দ্বিতীয় পাতায়*

ভারতের ইউরেনিয়াম যাত্রা ইউসিআইএলের ইতিহাসের ছয় দশক

জাদুগুড়া: ভারতের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির জন্য দেশীয় ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছয় দশকের যাত্রা পূর্ণ করল ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড বা ইউসিআইএল। ৪ অক্টোবর ১৯৬৭ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার ছয় দশক পূর্তি উপলক্ষে বাড়খাণ্ডের জাদুগুড়ায় শুরু হয়েছে ইউসিআইএল এর হীরকজয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান। পরমাণু শক্তি দফতরের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ইউসিআইএল-এর এই অনুষ্ঠানে পরমাণু শক্তি কমিশনের অর্থ সদস্য সীমা জৈন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তিনি জাদুগুড়ার গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রযুক্তি প্রদর্শনী পাইলট প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। জাদুগুড়া ভূগর্ভস্থ খনির ৮১৫ মিটার গভীরতায় সাহা ইনসিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রস্তাবিত ডার্ক ম্যাটার ল্যাবরেটরির নতুন স্থানও পরিদর্শন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে সীমা জৈন বলেন, ইউসিআইএলের হীরকজয়ন্তী ছয় দশকের বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা এবং দেশের প্রতি নিবেদিত পরিষেবার উদযাপন। ভারতের ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ড. হেমি জাহাঙ্গীর ভাবা এবং অন্যান্য অগ্রণী বিজ্ঞানীদের অবদানের কথাও তিনি স্মরণ করেন। কঠিন পরিবেশ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ইউসিআইএলের

প্রজন্মের পর প্রজন্মের কর্মী যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এসেছেন, তার প্রশংসা করেন তিনি। দেশে পরমাণু শক্তির ভূমিকা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যের সঙ্গে এই হীরকজয়ন্তীকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবেও তুলে ধরা হয়েছে। পরমাণু শক্তি দফতরের সচিব তথা পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. অজিত কুমার মোহান্তি ইউসিআইএলের অবদানের প্রশংসা করে জানান, ভারতের পরমাণু শক্তি মিশনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ধারাবাহিক উদ্ভাবন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ কর্মশালা। নারওয়াপাহারের তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত এই কর্মশালায় সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ইউসিআইএলের খনি ও আকরিক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান।

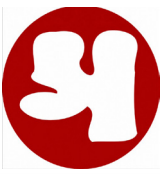
বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ভারতের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তি, ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগও তৈরি হয়। সাংবাদিক প্রতিনিধিরা ইউসিআইএলের ইউরেনিয়াম খনি ও মিলিং পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন। খনন, আকরিক সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তাঁরা সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরমাণু শক্তি দফতরের প্রযুক্তি প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়। সেখানে দফতরের বিভিন্ন ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং পরমাণু শক্তি ও বিকিরণ প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রয়োগ তুলে ধরা হয়। স্কুলের পড়ুয়াদেরও এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে পরমাণু প্রযুক্তির শিল্প ও সামাজিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানার সুযোগ দেওয়া হয়। ইউসিআইএলের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা ড. কাচাম আনন্দ রাও বলেন, ছয় দশকের যাত্রায় সংস্থাটি ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রযুক্তি, নিরাপত্তা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নিজেদের সক্ষমতা বাড়িয়েছে। সাংবাদিকদের জন্য সংস্থার পরিকাঠামো উন্মুক্ত করার ফলে ইউসিআইএলের কাজের পিছনে থাকা বিজ্ঞান, *দ্বিতীয় পাতায়*

মগজের অন্ধকার গলিতে আলোর বিপ্লবে নোবেল

সন্দীপন তালুকদার

দুর্গাপুর: চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মান, নোবেল অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে এবার স্বীকৃতি পেল মানুষের মস্তিষ্কের অন্ধকার অলি গলিতে আলো ফেলার এক অসাধ্য গবেষণা। এ'বছর যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন জার্মানির দুই গবেষক পিটার হেগেম্যান ও গেয়র্গ নাগেল এবং আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী কার্ল ডাইসেরোথ। “বুঝতে হলে মগজ লাগে, বলেছিলাম তখুনি!”— ছড়াসড়াট সূক্রমার রায়ের ‘বুঝিয়ে বলা’ কবিতায় মগজের জটিল তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে এভাবেই ছল ফুটিয়েছিলেন। এই একটি কবিতার লাইন যেন উল্লেখ দিয়েছিল ছিল বিজ্ঞানের প্রাচীনতম এক কৌতুহলকে। মানুষের মাথার খুলির ভেতরের মাত্র তেরশো গ্রাম ওজনের এই রহস্যময় অঙ্গটি কীভাবে কাজ করে, কীভাবে স্মৃতি বুনে রাখে, কিংবা কেনই বা এর সামান্য গোলযোগে মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়— তা জানতে যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা চেষ্টার খামতি রাখেন নি। কিন্তু মজার ব্যাপার, আজও মানুষ নিজের মগজ দিয়েই নিজের মগজকে বোঝার চেষ্টা করে চলেছে। ভবুও জীবন্ত মগজের গভীরে লুকিয়ে থাকা জটিল স্নায়ু কোশের সঠিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মেপে দেখার কোনো নির্দিষ্ট চাবিকাঠি এতদিন বিজ্ঞানের নাগালের মধ্যে ছিল না। সেই অন্ধকার সরিয়ে দু'হাজার ছাব্বিশের তিন নোবেলজয়ীর আবিষ্কৃত ‘অপটোজেনেটিক্স’ নামক প্রযুক্তি নিউরোসায়েন্স বা স্নায়ুবিজ্ঞানের আড়িনায় এনে দিল এক নতুন আশার আলো। আমাদের মগজে প্রায় নয় হাজার কোটি (নব্বই বিলিয়ন) নিউরন বা স্নায়ু কোশ রয়েছে, যার প্রতিটি অন্য হাজার হাজার নিউরনের সাথে যুক্ত হয়ে একটি অত্যন্ত জটিল বৈদ্যুতিক-সংযোগ গড়ে তোলে। এর মধ্যে কোনো বিশেষ নিউরন বা কিছু নিউরনের বিশেষ সংযোগ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বুঝতে বিজ্ঞানীরা মগজে সূক্ষ্ম

ধাতব ইলেকট্রোড প্রবেশ করতেন, বা রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করতেন। কিন্তু এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নিউরনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলে তার আশপাশের হাজার হাজার প্রতিবেশী স্নায়ু কোশও প্রভাবিত হতো। ঠিক যেমন ভিড়ের মধ্যে, “ও দাদা, শুনছেন...” বললে অনেকেই একসঙ্গে সাড়া দেন। আর এর ফলে আসল ‘দাদাকে’ খুঁজে পেতে আরো মুশকিল হয়। এক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কোন স্নায়ুটি প্রদত্ত উদ্দীপনায় বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হলো—তা নিশ্চিত করে প্রমাণ করা সম্ভব হতো না। এই তিন নোবেলজয়ী মিলে তৈরি করেছেন এমন এক অবিস্ফাস্য ‘আণবিক সুইচ’, যার মাধ্যমে কোটি কোটি কোষের ভিড়ে বেছে বেছে স্রেফ নির্দিষ্ট একটি নিউরনের গায়ে আলোর রশ্মি ফেললেই সেই কোশটি সংবেদনশীল হয়ে জেগে ওঠে এবং তড়িৎ তরঙ্গ তৈরি করে ‘অন’ হয়। আবার সেই নির্ধারিত আলোর পরিবর্তে ভিন্ন আলোয় ‘অফ’ হয়ে যায়। এই নোবেলজয়ী আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লুকিয়ে রয়েছে ‘নিউরোলেম’ বা নিউরনের কোশপর্দার গায়ে থাকা প্রোটিনের তৈরি অণুবীক্ষণিক আয়ন চ্যানেলের কার্যকলাপের মধ্যে। বিশেষ অনবিক বিভবের উপর নির্ভর করে এই আয়ন চ্যানেল গুলি খুলে গিয়ে বা বন্ধ হয়ে কোশের মধ্যে বিশেষ অয়নের ঢোকা বা বেরানো নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ অবস্থায় নিউরনের ভেতরে নেগেটিভ আধান এবং বাইরে পজিটিভ চার্জযুক্ত সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম আয়ন বেশি থাকে, আর বিশেষ আয়ন চ্যানেল গুলি কিছু ‘দ্বাররক্ষী’ প্রোটিন দিয়ে বন্ধ থাকে। কোষ যখন কোনো সংকেত পাঠায়, তখন এই দ্বাররক্ষীরা এই বিশেষ দরজা খুলে দেয়। ফলে পজিটিভ আয়ন ভেতরে ঢুক পড়ে এবং বিভব বদলে গিয়ে এক মিলিসেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এই প্রাকৃতিক তড়িৎ-প্রক্রিয়াকেই আলোর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। এককোশী শ্যাওলা ক্ল্যামাইডোম্যানাসের দেহের চ্যানেলরোডোপসিন *দ্বিতীয় পাতায়*



সম্পাদকীয়

সাইবেরিয়ার ইরকুটস্কের একটি অ্যান্টি-প্লেগ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ২৮ বছর বয়সি এক কর্মীর নিউমোনিয়ায় মৃত্যু ঘিরে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা নিছক একটি স্থানীয় স্বাস্থ্যঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। কারণ, ঘটনাটি ঘটেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে যেখানে প্লেগের জীবাণু নিয়ে গবেষণা হয়। তার উপর মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, কয়েক ডজন মানুষকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে এবং স্থানীয় স্তরে প্লেগ-সংক্রমণ নিয়ে নানা দাবি ও জল্পনা ছড়িয়েছে। ফলে উদ্বেগ স্বাভাবিক। কিন্তু এই মুহুর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটিও এইই সঙ্গে মনে রাখা দরকার—প্লেগের সংক্রমণ এখনও নিশ্চিত হয়নি। রুশ স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কর্মীর মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাত কারণে নিউমোনিয়ায় এবং তাঁর অসুস্থতার সঙ্গে কর্মস্থলের কোনও জীবাণুর যোগসূত্রের প্রমাণ মেলেনি। এই পার্থক্যটিই এখন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ‘নিউমোনিয়া’ একটি রোগের নাম নয়, বরং ফুসফুসে প্রদাহের একটি অবস্থা; তার পেছনে বহু ধরনের জীবাণু বা অন্য কারণ থাকতে পারে। অন্যদিকে নিউমোনিক প্লেগ হল ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের একটি বিশেষ ও অত্যন্ত গুরুতর রূপ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, চিকিৎসা না হলে নিউমোনিক প্লেগ দ্রুত প্রাণঘাতী হতে পারে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্রের কণার মাধ্যমে অন্য মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। তবে সময়মতো রোগ শনাক্ত করে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হলে

চিকিৎসা কার্যকর। সাইবেরিয়ার বর্তমান ঘটনায় দু’টি বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। একদিকে সতর্কতা—ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের নজরদারি, হাসপাতালের কিছু অংশে কোয়ারেন্টাইন, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পর্যবেক্ষণ এবং উচ্চপদস্থ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়া। অন্যদিকে প্রমাণের অভাব—রুশ স্বাস্থ্য নজরদারি সংস্থা জানিয়েছে, বিস্তৃত পরীক্ষায় কর্মস্থলের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও রোগজীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং গবেষণাগারে জীবাণু-সংক্রান্ত দুর্ঘটনারও প্রমাণ নেই। কয়েকজন সংস্পর্শে আসা ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ সর্দি-জ্বরের ভাইরাস ও কোভিড-১৯ পাওয়া গেলেও প্লেগের সংক্রমণের প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। বিশেষ করে প্লেগের মতো একটি রোগের ক্ষেত্রে আতঙ্কের সামাজিক মূল্যও কম নয়। মধ্যযুগের ‘ব্ল্যাক ডেথ’-এর স্মৃতি মানুষের সমষ্টিগত কল্পনায় এখনও প্রবল। অথচ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্লেগ আর মধ্যযুগের সেই অপ্রতিরোধ্য রোগ নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস মূলত ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী ও তাদের শরীরে থাকা পোকামাকড়ের মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষের সংক্রমণ ঘটতে পারে আক্রান্ত পোকামাকড়ের কামড়, সংক্রমিত পদার্থের সরাসরি সংস্পর্শ অথবা নিউমোনিক প্লেগের ক্ষেত্রে শ্বাসযন্ত্রের কণার মাধ্যমে। দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

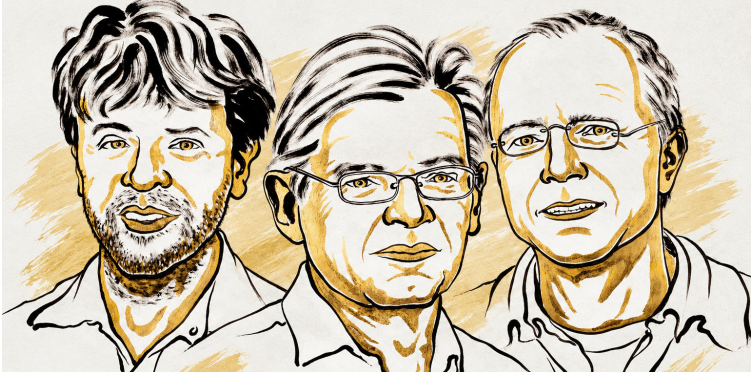
গুজব এড়িয়ে, প্রকৃত তথ্যের নিরিখে আমাদেরও দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করতে হবে।

আলোর বিপ্লবে নোবেল

প্রথম পাতার বাকি অংশ

প্রোটিনটির পেটে আঁকড়ে থাকে রেটিনাল নামক এক আলো-সংবেদী অণু। এর ওপর নীল আলো ফেলা মাত্র রেটিনাল তার আকার বদলায় এবং তার ধাক্কায় চ্যানেলরোডোপসিন প্রোটিনের বন্ধ আয়ন দরজাটি মাত্র ০.২ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে খুলে যায়। ফলে বাইরের পজিটিভ আয়ন কোশের ভেতর ধেয়ে এসে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরি করে। এই প্রোটিন তৈরির জিনের ‘কোড’-টি উদ্ধার করে তা স্নায়ুকোশে ঢুকিয়ে দিয়েই স্নায়ুতন্ত্রকে আলোর বোতামে চালিত করার অলৌকিক দক্ষতা অর্জন করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে এই নোবেল জয়ের পেছনের সফরটি ছিল দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এক

ডাইসেরোথ। হাসপাতালে স্কিজোফ্রেনিয়া, অটিজম কিংবা ডিপ্রেশনে ভোগা রোগীদের সীমাহীন কষ্ট দেখে ডাইসেরোথ বুঝেছিলেন, মগজের নিউরন সার্কিটকে না চিনলে মানসিক রোগের স্থায়ী চিকিৎসা অসম্ভব। তিনি চ্যানেলরোডোপসিনের ডিএনএ ইঁদুরের স্নায়ুকোষে প্রতিস্থাপন করেন। অন্য প্রজাতির জিন পেয়ে কোষ মরে যাওয়ার চরম ঝুঁকি থাকলেও ২০০৫ সালে তাঁর পরীক্ষা সফল হয়। এরপর ২০০৭ সালে জীবন্ত ইঁদুরের মাথার খুলিতে সরু ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসিয়ে মোটর কটেজ্ঞে নীল আলো ফেলে সরাসরি ইঁদুরের গৌফের নাড়াচাড়া নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দেন ডাইসেরোথ। নোবেলজয়ী অপটোজেনেটিক্স প্রযুক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানের



চরম সংগ্রাম ও অদম্য জেদের গল্প; কোনো রূপকথা নয়। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে জার্মানির বিখ্যাত ‘ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট’-এ গবেষণা করা পিটার হেগেম্যান্নে একটি সাধারণ অথচ অসামান্য প্রশ্ন তুলেছিলেন—এক বিশেষ এককোষী সবুজ শ্যাওলা আলো দেখলেই এত দ্রুগ সীতরে সৈদিকে যায় কীভাবে? মানুষের চোখে আলো পড়ে সংকেত পাঠাতে দশ মিলিসেকেন্ড লাগলেও এই খুদে শ্যাওলা মাত্র ০.৫ মিলিসেকেন্ডে সাড়া দেয়। হেগেম্যান্ন দাবি করেছিলেন, শ্যাওলার কোশপর্দার গায়ে লেগে একক কোনো প্রোটিনই হয়তো আলোক তরঙ্গ ধরে আয়নের দরজা খুলে দিচ্ছে। তৎকালীন বৈজ্ঞানিক মহল তাঁর এই তত্ত্বকে বিশেষ পাতা দেন নি। কিন্তু টানা দশ বছরের ‘সাধারণ গবেষণা’ সত্ত্বেও লড়াই থামাননি হেগেম্যান্ন। সম্মল ছিল অদম্য জেদ আর আত্মবিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার শ্যাওলার ‘জিনের মানচিত্র’ ঘেঁটে দুটি আশাব্যঞ্জক জিন পাওয়া যায়। এরপর তিনি যুক্ত হন বায়োফিজিক্স বিশেষজ্ঞ গ্যের্গ নাগেলের সঙ্গে। নাগেল এক অসামান্য কৌশলে ব্যাঙের ডিমে ওই জিন ইনজেক্ট করে প্রচুর পরিমাণে চ্যানেলরোডোপসিন-২ প্রোটিন তৈরি করান এবং প্রমাণ করেন হেগেম্যান্নের অনুমান শতভাগ সত্য ছিল। দুই জার্মান পূর্বসূরির এই মেলবন্ধনকে চূড়ান্ত রূপ দেন স্ট্যানফোর্ডের তরুণ মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ কার্ল

ভবিষ্যৎকেই বদলে দিচ্ছে। মস্তিষ্কে ভয়ের বা আনন্দের স্মৃতিছাপ বা ‘এনগ্রাম’ কোথায় কীভাবে জমা থাকে, আলো ফেলে ইঁদুরের সেই পুরনো ভীতিকে পুনরায় সজাগ করে ডাইসেরোথরা স্মৃতির মানচিত্র একেছেন। ‘রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা’ রোগে অন্ধ হয়ে যাওয়া মানুষের রেটিনায় অপটোজেনেটিক প্রোটিন ও বিশেষ আলোক-চশমা বসিয়ে আংশিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অ্যালজাইমার্স, পারকিনসন্স এর মত ভয়ঙ্কর ‘নিউরো ডিজেনারেটিভ’ বা স্নায়ু কোশ বিধ্বংসী রোগ অথবা ডিপ্রেশন কিংবা ফোবিয়ার মতো মনোরোগের শিকড় চিনে সুনির্দিষ্ট নিউরন লক্ষ্য করে আধুনিক ‘জিন থেরাপি’ দিশা দেখাচ্ছে। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বাড়লে তা কীভাবে মস্তিষ্কে দৃষ্টিস্তা তৈরি করে, তার যোগসূত্রও মিলছে এই প্রযুক্তিতে। এককোষী সামান্য জলজ শ্যাওলার শরীর থেকে উঠে আসা প্রোটিন আজ কোটি কোটি জটিল স্নায়ুর অন্ধকার আলি-গলিতে আলা জ্বালিয়েছে। একসময় সুকুমার রায় যে মগজের হাজারও জটিল প্রশ্নের কথা ভেবেছিলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই নোবেলজয়ী আবিষ্কার মস্তিষ্কের সেই বন্ধ দরজা খুলতে নয়া আবিষ্কারের চাবি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকার মগজের গহনে এই আগবিক আলোর সুইচ বসানোর আবিষ্কার মানবজাতিকে স্নায়ুবিজ্ঞানের এক নতুন যুগে প্রবেশ করিয়ে দিল

অজ্ঞাত নিউমোনিয়ার ভয়

মস্কো: সাইবেরিয়ার ইরকুটস্কে অ্যান্টি-প্লেগ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ২৮ বছর বয়সি এক মহিলা কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে জনস্বাস্থ্য উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দারিয়া শিপিলোভা নামে ওই কর্মী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মারা যান। তাঁর সংস্পর্শে আসা প্রায় ২০০ জনকে চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাশিয়ার স্বাস্থ্য নজরদারি সংস্থা রসপোট্রেবনাদজোরের প্রধান আন্না পোপোভা ইরকুটস্কে পৌঁছেছেন। তবে রুশ কর্তৃপক্ষ এখনও জানায়নি যে ওই মহিলার মৃত্যু প্লেগে হয়েছিল। সরকারি পরীক্ষায় তাঁর কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কোনও রোগজীবাণুর প্রমাণও পাওয়া যায়নি। শিপিলোভা ইরকুটস্ক অ্যান্টি-প্লেগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব সাইবেরিয়া অ্যান্ড দ্য ফার ইস্টে কাজ করতেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ২ অক্টোবর মারা যান। ইরকুটস্কের কাছের শেলেখভ শহরের একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। রসপোট্রেবনাদজোর জানিয়েছে, তাঁর ক্ষেত্রে ‘অজ্ঞাত কারণের নিউমোনিয়া’ ধরা পড়েছিল। তাঁর পেশাগত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্ভাব্য জীবাণুর সন্ধানে অতিরিক্ত পরীক্ষা চালানো হলেও এখনও এমন কোনও অণুজীব পাওয়া যায়নি, যা তাঁর কর্মস্থলের সঙ্গে যুক্ত। গবেষণাগারে রোগজীবাণু নিয়ে কাজ করার সময় কোনও দুর্ঘটনাও ঘটেছিল বলে প্রমাণ মেলেনি বলে জানিয়েছে

সংস্থাটি। তবে ঘটনাটিকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে ভিন্ন দাবি ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকটি স্থানীয় ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, গবেষণাগারে কাজ করার সময় শিপিলোভা এমন একটি পরীক্ষানল ভেঙে ফেলেছিলেন, যাতে প্লেগের জীবাণু ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস ছিল। সেই ঘটনার পর তাঁর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে বলেও জল্পনা ছড়িয়েছে। কিন্তু এই তথ্য রুশ কর্তৃপক্ষ এখনও নিশ্চিত করেনি। ফলে পরীক্ষানল ভেঙে যাওয়ার ঘটনা এবং প্লেগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে আপাতত অপ্রমাণিত দাবি হিসেবেই দেখা হচ্ছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবশ্য যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছে। শিপিলোভার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করে চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যান্টি-প্লেগ ইনস্টিটিউটের ৬০-এর বেশি কর্মীকেও প্রতিষ্ঠানের ভিতরে আলাদা রাখা হয়েছিল। শেলেখভের হাসপাতালটিকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এবং সেখানে নতুন রোগী ভর্তি ও রোগী ছাড়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। হাসপাতালের পরীক্ষাগারেও নিয়মিত পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়। ইরকুটস্ক অঞ্চলের আরও কয়েকটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বিধিনিষেধ আরোপের খবরও এসেছে, যদিও সবকটি হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। রসপোট্রেবনাদজোরের পরীক্ষায় আপাতত অন্য ধরনের সংক্রমণের কিছু প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড

প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিপিলোভার সংস্পর্শে থাকা দু’জনের পরীক্ষায় সাধারণ সর্দি-জ্বরের একটি ভাইরাস এবং আরও দু’জনের পরীক্ষায় কোভিড-১৯ ধরা পড়েছে। বাকিদের পরীক্ষার ফল নেতিবাচক হয়েছে। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় প্লেগের সংক্রমণ নিশ্চিত করার মতো কোনও প্রকাশ্য পরীক্ষার ফল সামনে আসেনি। ইরকুটস্ক অঞ্চলের গভর্নর ইগর কোবজেভ জানিয়েছেন, মৃত মহিলার সংস্পর্শে আসা সকলকে শনাক্ত করে চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। গত কয়েক দিনে অ্যান্টি-প্লেগ ইনস্টিটিউটের আর কোনও কর্মী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাননি বলেও তিনি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং রসপোট্রেবনাদজোর পুরোপুরি সংক্রমণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভও সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষকে গুজবের পরিবর্তে রসপোট্রেবনাদজোরের সরকারি তথ্য অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘটনাটি নিয়ে রাশিয়ার বাইরে থেকেও নজরদারি শুরু হয়েছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন বিষয়টি ঘনিষ্ঠ ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। মার্কিন প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, রুশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও ঘটনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও নিশ্চিত হয়নি। মার্কিন স্বাস্থ্য ও বিদেশ দফতর পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

ইউরেনিয়াম

প্রথম পাতার বাকি অংশ

প্রযুক্তি এবং মানুষের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেও তিনি জানান। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউসিআইএল ভারতের দেশীয় ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ভূগর্ভস্থ ও উন্মুক্ত খনন থেকে আকরিক প্রক্রিয়াকরণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, বিকিরণ সুরক্ষা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা—ছয় দশকে ইউসিআইএলের কার্যপরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। ভারতের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির প্রয়োজনীয় সম্পদভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকেই আগামী দিনের পরমাণু শক্তি সম্প্রসারণের জন্য আরও উন্নত সক্ষমতায় রূপ দেওয়ার লক্ষ্য সামনে রাখা হয়েছে।

এয়ারপোট

প্রথম পাতার বাকি অংশ

চাপ সামলাতে দ্বিতীয় একটি বড় বিমানবন্দরের প্রয়োজনীয়তার কথাও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নদিয়ার কল্যাণীতে প্রায় ২,০০০ একর জমি চিহ্নিত করে নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিমান যোগাযোগকে রাজ্যের বৃহত্তর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে দেখছে কেন্দ্র ও রাজ্য। চারটি আঞ্চলিক বিমানবন্দর, বেহালায় পাইলট প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো এবং ভবিষ্যতে কলকাতার দ্বিতীয় বড় বিমানবন্দরের পরিকল্পনা মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিমান পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করার একটি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো তৈরি করার উদ্যোগ সামনে এসেছে।

আত্মনির্ভরতা

নয়াদিল্লি/কোরাপুট: ভারতের প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ উৎপাদন সক্ষমতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক তৈরি হতে চলেছে। ওড়িশার কোরাপুটে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড বা হ্যাল-এর কোরাপুট ডিভিশন থেকে ২,০০০তম এয়ারো-ইঞ্জিন সরবরাহের মাইলফলক অনুষ্ঠানে ৬ অক্টোবর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং উপস্থিত থাকবেন। প্রায় হ’দশক ধরে হ্যাল কোরাপুট ভারতের মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। এই অনুষ্ঠানে শক্তি ইঞ্জিনের দ্বিতীয় উৎপাদন লাইনও চালু করা হবে। ২১৮ কোটি টাকা বিনিয়োগে তৈরি এই অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা দেশীয় হেলিকপ্টার প্ল্যাটফর্মের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

প্রথম পাতার বাকি অংশ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এবং সুইস ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত অভিপ্রায়পত্রের লক্ষ্য দুই দেশের গবেষকদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা গড়ে তোলা। স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও মহাকাশের মতো অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে নতুন যৌথ গবেষণা প্রকল্প চালুর কথাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্ভাবন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্যোগপতিত্বের ক্ষেত্রে ভারতের বিজ্ঞানভিত্তিক স্টার্টআপগুলির দক্ষতা বাড়াতে জুরিখ ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেসের সঙ্গে একটি বাস্তবায়ন কাঠামো তৈরি হয়েছে। এর আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে স্টার্টআপগুলির জন্য ইন্দো-সুইস অ্যাকাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি ট্রেনিং কর্মসূচি চালু করা হবে। দ্বিপাক্ষিক বিনিময়, যৌথ কর্মশালা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে এই সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়া হবে।

প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও সামরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা চিহ্নিত করেছে দুই দেশ। পাশাপাশি পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে একমত হয়েছে। সুইজারল্যান্ডে যোগ ও আয়ুর্বেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির বিষয়টিও বৈঠকে উঠে এসেছে এবং এই দুই ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত ও সুইজারল্যান্ডের

বাণিজ্যিক সম্পর্কেও নতুন গতি আনার লক্ষ্য রয়েছে। ভারতীয় কৃষিপণ্য, ওষুধ, বস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের জন্য সুইজারল্যান্ডের বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং ভারতে সুইস বিনিয়োগ আকর্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। জৈবপ্রযুক্তি, জীবনবিজ্ঞান, ব্যাক্সিং, বিমা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং স্থায়ীত্বশীলতার মতো ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত ও ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংগঠনভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই চুক্তির মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে ভারতে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এবং ১০ লক্ষ সরাসরি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। দুই দেশ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসন, আলোচনা ও কূটনীতির প্রতি আস্থা রাখাও জানিয়েছে। ইউক্রেন ও পশ্চিম এশিয়া-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘাতের ক্ষেত্রে শান্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগকে সমর্থনের কথা জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও ভারত ও সুইজারল্যান্ডের অভিন্ন অবস্থানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আগামী ৭ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে ‘প্রসপারিটি সামিট’ সম্পর্কে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ক

মি

ক্স

শমিত



চালাক ছেলে...



Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, চতুর্থ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ১৭, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর, ৫



এশিয়ান গেমসে সফলদের অভিবাদন

নয়াদিল্লি: ২০২৬ এশিয়ান গেমসের সমাপ্তিকে সামনে রেখে ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্যের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের দৃঢ়তা, আবেগ ও অসাধারণ ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার প্রশংসা করে তিনি সমস্ত পদকজয়ীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের। আগামী দিনে এই সাফল্য আরও বড় অর্জনের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে এশিয়ান গেমসের সাফল্য দেশের তৃণমূল স্তরে ক্রীড়ার প্রসারে আরও গতি আনবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি মহিলা দলগত গব্লেফ রূপোর পদকজয়ী অদिति অশোক, প্রণবী শরথ উরস এবং দীক্ষা দাগরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁদের সাফল্য খেলাটির প্রতি দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করে আগামী দিনে তাঁদের আরও সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান তিনি। মহিলাদের ৫৩ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে রূপোর পদকজয়ী অন্তিম পাংখালকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন **দ্বিতীয় পাতায়**

অন্ধ্রে ৩ লক্ষ পাকা বাড়ি নির্মাণ

গুন্টুর: অন্ধ্রপ্রদেশের দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য ৩ লক্ষ পাকা বাড়ি নির্মাণে ৩,৬০০ কোটি টাকার প্রথম কিস্তি বরাদ্দ করল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ ২.০-এর আওতায় গুন্টুর জেলার বুরিপালেমে এই প্রকল্পের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। একই অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রাবু নাইডুর উপস্থিতিতে দেশের প্রথম ৩টি কংক্রিট প্রিস্টিং প্রযুক্তিনির্ভর আবাসন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়। ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই পাইলট প্রকল্পে ১৭৭টি বাড়ি তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য প্রথমে ৭৬ হাজার বাড়ির বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি নিশ্চিত করার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রাবু নাইডু। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুমোদনে বাড়ির সংখ্যা বাড়িয়ে ৩ লক্ষ করা হয়। চৌহান জানিয়েছেন, এই ৩ লক্ষ বাড়ির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে আরও ৩ লক্ষ করে বাড়ির বরাদ্দ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, অন্ধ্রপ্রদেশের কোনও দরিদ্র পরিবার যাতে স্থায়ী বাসস্থানের বাইরে না থাকে, সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করছে। বুরিপালেম ও ওবলনায়্যদুপালেমে শুরু হওয়া ৩টি কংক্রিট প্রিস্টিং প্রকল্পটিকে গ্রামীণ আবাসন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছেন

চৌহান। ১৪ কোটি টাকার এই প্রকল্পে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ১৭৭টি বাড়ি তৈরি করা হবে। নির্মাণকাজ ছয় মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে। প্রচলিত নির্মাণ পদ্ধতির তুলনায় এই প্রযুক্তিতে নির্মাণের সময়, খরচ এবং শ্রমের প্রয়োজন কমানোর পাশাপাশি বাড়ির স্থায়িত্ব বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন চৌহান। ২০১৪ সালে রাজ্য বিভাজনের পর অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী সংক্রান্ত পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, অমরাবতীকে রাজ্যের একমাত্র স্থায়ী রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কেন্দ্র আইন পাস করেছে। অমরাবতীর উন্নয়নের জন্য ১৫,০০০ কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক সহায়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পোলাভরম সেচ প্রকল্পকে রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরে চৌহান জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ শতাংশ অনুদান সহায়তায় প্রকল্পটির কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রস্তাবিত আল্লুরি সীতারাম রাজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি জানান। কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রসঙ্গে চৌহান বলেন, কেন্দ্রের পিএম-কিষান প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে ৬,০০০ টাকা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের ‘অন্নদাতা সুখীভব’ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪,০০০ টাকা মিলিয়ে কৃষকরা বছরে মোট ২০,০০০ টাকা সহায়তা পেতে

পারেন। ফল, ফুল, সবজি ও ঔষধি ফসলের উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশকে দেশের অন্যতম প্রধান উদ্যানপালন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সন্তাবনার কথাও তিনি তুলে ধরেন। মহিলাদের স্বনির্ভরতা নিয়েও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, অন্ধ্রপ্রদেশে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ২৩ লক্ষ মহিলা ইতিমধ্যেই ‘লাখপতি দিদি’ হয়েছেন। এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০ লক্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। একই সঙ্গে ১৫ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশে জাতীয় সরস মেলার আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি। দিল্লির বাইরে এই প্রথম জাতীয় সরস মেলার আয়োজন হতে চলেছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যদের তৈরি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য এই মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গুন্টুরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তেলুগু ভাষাতেও স্থানীয় মানুষকে শুভেচ্ছা জানান চৌহান। অন্ধ্রপ্রদেশের ঐতিহ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রতিভার প্রশংসা করে তিনি বলেন, এই রাজ্যের মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও গভীর করতে চান। মধ্যপ্রদেশে তাঁকে ‘মামা’ নামে ডাকা হয়ে উল্লেখ করে চৌহান বলেন, তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষেরও ‘মামা’। তাঁর বক্তব্যে স্থানীয় মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওমরশিয়াল সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেন্মাসানিরও প্রশংসা করেন। তাঁর মতে,

বিদেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পেন্মাসানির গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং জনসেবার প্রতি দায়বদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। চৌহান মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রাবু নাইডুর নেতৃত্বেরও প্রশংসা করে বলেন, তাঁর উদ্যোগেই অন্ধ্রপ্রদেশ তথাপ্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। বর্তমানে অমরাবতীকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, ডেটা সেন্টার এবং উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে বলে তিনি জানান। চন্দ্রাবু নাইডু কেন্দ্রের আবাসন সহায়তার জন্য চৌহানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য পাকা বাড়ির প্রয়োজনের কথা জানানো হলে কেন্দ্র দ্রুত ৭৫-৭৬ হাজারের প্রাথমিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ৩ লক্ষ করেছে। নাইডুর বক্তব্য, রাজ্যে মোট ৯ লক্ষ বাড়ির প্রয়োজন। প্রথম পর্যায়ের ৩ লক্ষ বাড়ির নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাকি ৬ লক্ষ বাড়ির জন্যও কেন্দ্রের সহায়তা পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় অন্ধ্রপ্রদেশ পরিকাঠামো, কৃষি, উন্নত প্রযুক্তি ও গ্রামীণ উন্নয়ন দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে পরিণত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আবাসন, কৃষি, নারী স্বনির্ভরতা এবং উন্নত প্রযুক্তিকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার উপরই অনুষ্ঠানে জোর দেওয়া হয়।

পাচারের বিরুদ্ধে সাফল্য

নয়াদিল্লি: দেশজুড়ে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করে তিনটি পৃথক অভিযানে মোট ১৫.৫৯ কেজি অ্যাম্ফিটামিন, কোকেন ও হেরোইন উদ্ধার করল ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স বা ডিআরআই। ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এই তিন অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের মধ্যে প্রায় ৭.১২ কেজি অ্যাম্ফিটামিন, ৪.৯ কেজি কোকেন এবং ৩.৫৭ কেজি হেরোইন রয়েছে। মধ্যপ্রদেশে প্রথম অভিযানে ডিআরআই এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ নারকোটিক্স বা সিবিএন যৌথভাবে একটি মহিন্দ্রা খার গাড়ি আটক করে। ৩০ সেপ্টেম্বর উজ্জয়িনী-দেওয়াস টোল প্লাজার কাছে সন্দেহভাজন গাড়টিকে থামার সংকেত দেওয়া হলে চালক ব্যারিকেড ভেঙে দ্রুত পালিয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে গাড়িটির পিছু ধাওয়া করার পর ইন্দোরের বিচোলি মর্দানার কাছে সেটিকে আটক করা হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাদক লুকিয়ে রাখার অভিনব পদ্ধতির সন্ধান পান তদন্তকারীরা। গাড়ির পিছনের দরজায় লাগানো অতিরিক্ত চাকার ভিতরে ২১টি প্যাকেট রাখা ছিল। সেগুলিতে থাকা সাদা-হলুদ বর্ণের স্ফটিকজাতীয় পদার্থের মোট ওজন ৭.১১৬ কেজি। নারকোটিক ড্রাগ ফিল্ড টেস্ট কিটে পরীক্ষার পর সেটি অ্যাম্ফিটামিন বলে নিশ্চিত হয়। মাদক এবং গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গাড়িতে থাকা তিনজনকেই এনডিপিএস আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও মাদক পাচারের

একটি চেষ্টা আটক করে ডিআরআই। দোহা থেকে আসা এক ভারতীয় যাত্রীর বিরুদ্ধে কোকেন পাচারের নিদৃষ্ট গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর তাঁর কেবিন ব্যাগেজ পরীক্ষা করা হয়। তল্লাশির সময় সাতটি চকোলেটের টিউবের ওজন নির্ধারিত ওজনের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে সন্দেহ হয় তদন্তকারীদের। টিউবগুলি খুলে দেখা যায়, চকোলেটের সঙ্গে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ২০৭টি হালকা হলুদ রঙের ডিম্বাকৃতি

রঙের ব্যাকপ্যাকের ভিতর থেকে তিনটি প্যাকেট উদ্ধার হয়। প্রতিটি প্যাকেটের মধ্যে আরও দুটি করে ছোট প্যাকেট ছিল। ফিল্ড টেস্টিং কিটে পরীক্ষার পর প্যাকেটগুলিতে থাকা পদার্থ হেরোইন বলে নিশ্চিত হয়। মোট ৩.৫৭৪ কেজি হেরোইন উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই ব্যক্তিকেও এনডিপিএস আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডিআরআই জানিয়েছে, তিনটি অভিযানে মাদক পাচারের পৃথক রুট এবং মাদক লুকিয়ে রাখার বিভিন্ন অভিনব পদ্ধতি সামনে এসেছে। অতিরিক্ত চাকার ভিতরে অ্যাম্ফিটামিন, চকোলেটের টিউবের ভিতরে কোকেন এবং কার-পুলিং ট্যাক্সিতে যাত্রীর ব্যাগে হেরোইন লুকিয়ে পাচারের চেষ্টা করা হয়েছিল। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নজরদারি ও অভিযান চালিয়ে এই পাচারচক্রগুলিকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।



ক্যাপসুল। ক্যাপসুলগুলির ভিতরে থাকা সাদা গুঁড়ো জাতীয় পদার্থ নারকোটিক ড্রাগ ডিটেকশন কিটে পরীক্ষার পর কোকেন বলে নিশ্চিত হয়। মোট ৪.৯ কেজি কোকেন উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই যাত্রীকেও এনডিপিএস আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃতীয় অভিযানটি হয় পঞ্জাবের জলন্ধরের উপকণ্ঠে ফিল্লোরের কাছে। মাদক পরিবহণের নিদৃষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ২৯ সেপ্টেম্বর ডিআরআই আধিকারিকরা সতলুজ নদীর উপর সেতুর কাছে একাধিক গাড়ির উপর নজরদারি শুরু করেন। তল্লাশির সময় একটি ভাড়ার কার-পুলিং ট্যাক্সিতে যাত্রী হিসেবে থাকা এক ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁকে আটক করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত তল্লাশিতে কোলে রাখা নীল

সংস্থার বক্তব্য, সংগঠিত মাদক পাচার নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে এই ধরনের গোয়েন্দা-নির্ভর অভিযান অব্যাহত থাকবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থের অবৈধ পরিবহণ বন্ধ করার পাশাপাশি পাচারের নতুন রুট ও গোপন করার কৌশল শনাক্ত করার উপরও গুরুত্ব দিচ্ছে ডিআরআই। দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই মাদকপাচারের বিরুদ্ধে একেরপর এক সাফল্যের মুখ দেখেছে ডিআরআই। মাদক দ্রব্য ধরার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও আটক করার কাজ চলছে। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের আগে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের মধ্যে দিয়ে দেশ থেকে মাদক নিমূলীকরণের যে কাজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক চালাচ্ছে, তাতে জঙ্গি সংগঠনগুলির আয়ের পথ বাধা পাবে বলেই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

বিমানে সন্ত্রাসবাদী হামলাই

আবু ধাবি: ইজরায়েলগামী ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড১০৭৩ বিমানের সহ-পাইলট উড়ানের মাঝপথে কুঠার দিয়ে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ চালানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রসিকিউটর জেনারেল। বুধবারের ওই ঘটনায় বিমানের ক্যাপ্টেনকে ককপিটের ভিতরে আক্রমণ করে বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সহ-পাইলট। তবে যাত্রী ও ক্রুদের তৎপরতায় তাঁকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় এবং বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সরকারি সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত বিবৃতিতে প্রসিকিউটর জেনারেল হামাদ সাইফ আল শামসি জানিয়েছেন, এফজেড১০৭৩-এর ঘটনা নিয়ে তদন্তে দেখা গিয়েছে, সহ-পাইলট সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। তদন্ত অনুযায়ী, তিনি ককপিটে থাকা ক্র্যাশ অ্যাক্স বা জরুরি কুঠার দিয়ে পাইলটের উপর হামলা করেন এবং বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন। রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলা তদন্ত সম্পর্কে সরাসরি অবহিত একটি সূত্র সহ-পাইলটের নাম হাম্মাম আল-হাম্মামি বলে জানিয়েছে। দ্বিতীয় একটি সূত্রও তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করেছে। তিনি ওমানের নাগরিক বলে জানা গেলেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কর্তৃপক্ষ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেনি। ওমানের তরফেও এখনও এই ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বিমানের ককপিটে জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য ক্র্যাশ অ্যাক্স রাখা হয়। তদন্তকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই কুঠার ব্যবহার করেই সহ-পাইলট ক্যাপ্টেনকে আক্রমণ করেন। এরপর তিনি বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনায় বিমানটি ভয়াবহ বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। পরে যাত্রী ও ক্রুরা সহ-পাইলটকে কাবু করতে সক্ষম হন। বিমানে থাকা অধিকাংশ **দ্বিতীয় পাতায়**

সীমান্তে মাদক পাচার নিয়ে পাকিস্তানকে কঠোর বার্তা

নয়াদিল্লি: পাকিস্তান থেকে অবৈধ সীমান্ত অনুপ্রবেশে লাগাতার মদতের অভিযোগে পাকিস্তান হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানাল ভারত। ২ অক্টোবর পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে অনুপ্রবেশের একটি ঘটনাকে ঘিরে পাকিস্তানের তরফে করা অভিযোগও সরাসরি খারিজ করেছে নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই ঘটনায় তিন ব্যক্তি পাকিস্তান থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিলেন। সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ একাধিকবার সতর্ক করে তাঁদের পাকিস্তানের দিকে ফিরে যেতে বললেও তাঁরা সীমান্ত বেড়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের গতিবিধি থেকে তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা হুমকি তৈরি হওয়ায় বিএসএফ তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। পাকিস্তানের তরফে ঘটনাটি নিয়ে করা অভিযোগকে ‘ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনা পাকিস্তান থেকে পরিচালিত সশস্ত্র মাদক পাচারকারী চক্রের বারবার সীমান্ত অতিক্রমের একটি ধারাবাহিক প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত। নয়াদিল্লি পাকিস্তান সরকারকে এই ধরনের সীমান্ত অনুপ্রবেশ এবং মাদক পাচার সংক্রান্ত কার্যকলাপের তদন্ত করার পাশাপাশি পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কোনও যোগসাজশ বা মদত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলেছে। একই সঙ্গে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রূখতে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, পাকিস্তানকে **দ্বিতীয় পাতায়**



সম্পাদকীয়

গত দু’দিন সন্দর্শন প্রকাশ করতে না পারায় আমরা আমাদের সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং নিয়মিত পাঠকদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করছি। আচমকাই আমাদের প্রকাশনা সংক্রান্ত কম্পিউটারে গুরুতর প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় গত দু’দিনের কাজ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। সংবাদ সংগ্রহ থেকে সম্পাদনা, পাতা তৈরি, নকশা প্রস্তুত এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশনা—সন্দর্শনের প্রতিটি ধাপই বর্তমানে কম্পিউটারনির্ভর। ফলে কর্মরত কম্পিউটারে হঠাৎ সমস্যা দেখা দেওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকাশনার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি আমাদের কাছেও অত্যন্ত হতাশাজনক। সন্দর্শনের নিয়মিত প্রকাশনা আমাদের কাছে শুধু একটি কাজ নয়, পাঠকের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের একটি দায়িত্ব ও যোগাযোগের মাধ্যম। সেই ধারাবাহিকতায় দু’দিনের অনিচ্ছাকৃত ছেদ আমাদেরও কষ্ট দিয়েছে। যাঁরা নিয়মিত সন্দর্শনের সংবাদ, প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ ও অন্যান্য লেখা পড়েন, তাঁদের অপেক্ষায় রাখতে হওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে এই সাময়িক প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে আমাদের কাজ থেমে যায়নি। প্রয়োজনীয় মেরামত ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির কাজ চালানো হয়েছে এবং প্রকাশনা ব্যবস্থাকে দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয়েছে। সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যেই সন্দর্শনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই প্রচেষ্টায় কখনও কখনও প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু তার প্রভাব যাতে

দীর্ঘস্থায়ী না হয়, সে বিষয়ে আমরা সতর্ক থাকব। সন্দর্শন একটি সীমিত সম্পদ ও পরিকাঠামো নিয়ে এগিয়ে চলা প্রকাশনা। বৃহৎ সংবাদমাধ্যমের মতো আমাদের হাতে বিশাল প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো বা একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তবুও তথ্যনির্ভর, নথিনির্ভর এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে পাঠকের কাছে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রকাশনা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এই পথ চলায় প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা আমাদের গতি কিছুটা থামাতে পারে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যকে থামাতে পারে না। গত দু’দিনে যাঁরা সন্দর্শনের নতুন প্রকাশনার অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের কাছে আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিরতির কারণটি পরিষ্কারভাবে জানানোও আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করেছে। প্রকাশনায় কোনও বিলম্ব হলে তার কারণ পাঠকের কাছ থেকে গোপন করার কোনও প্রয়োজন আমরা দেখি না। পাঠকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাস। আমরা আশা করি, এই সাময়িক সমস্যাটিকে আমাদের পাঠকেরা সেই দৃষ্টিতেই দেখবেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে এমন প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রকাশনা দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাহত না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির বিষয়েও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। দু’দিনের এই অনিচ্ছাকৃত বিরতির জন্য সন্দর্শনের প্রতিটি পাঠকের কাছে আবারও আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করছি। প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে আমাদের প্রকাশনা দু’দিন থেমেছিল, সন্দর্শনের পথচলা নয়।

তুলা চাষিদের স্বার্থে ডিজিটাল সংস্কার

হায়দরাবাদ: তুলা সংগ্রহ ব্যবস্থাকে আরও কৃষককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে একাধিক সংস্কারমূলক উদ্যোগকে সামনে আনছে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক। তেলঙ্গানার হায়দরাবাদে ৬ অক্টোবর ‘রিফর্ম উৎসব ২০২৬’-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীতে তুলা সংগ্রহে ডিজিটাল ব্যবস্থা, গুণমান উন্নয়ন, উৎপাদনের উৎস শনাক্তকরণ, উচ্চ-ঘনত্বের চাষ পদ্ধতি এবং ‘কস্তুরি কটন ভারত’-সহ বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হবে। কৃষক, শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা ও নীতিনির্ধারকেরা এই সংস্কারের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ফলাফলও তুলে ধরবেন। কটন কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া বা সিসিআই-এর মাধ্যমে গত কয়েক বছরে তুলা সংগ্রহ ব্যবস্থায় একাধিক প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। কৃষক নিবন্ধন, ডিজিটাল স্লট বুকিং, সরাসরি অর্থপ্রদান, গুণমান নিয়ন্ত্রণ, তুলার উৎস শনাক্তকরণ, তুলা বিক্রি এবং বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে যোগাযোগের মতো প্রক্রিয়াগুলিকে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্য ছিল সংগ্রহ ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করা। এর ফলে কৃষকদের পরিষেবা পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি জবাবদিহিও বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। এই সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ‘কাপাস কিসান’ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। কৃষক নিবন্ধন, স্লট বুকিং, সংগ্রহ সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং আধার-নির্ভর অর্থপ্রদানের মতো একাধিক ধাপকে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একত্র করা হয়েছে। এর ফলে তুলা বিক্রির পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে কৃষকদের কাছে আরও স্পষ্ট তথ্য পৌঁছানোর পাশাপাশি কাগজপত্র ও প্রশাসনিক জটিলতা কমানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভারতীয় তুলার গুণমান ও বাজারে তার পরিচিতি বাড়াতেও একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি বা উৎপাদনের উৎস শনাক্তকরণ এবং উন্নত মানের তুলার প্রচারের মাধ্যমে ‘কস্তুরি কটন ভারত’ উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। এর লক্ষ্য দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও ভারতীয় তুলার গুণমান ও পরিচিতিকে আরও সুসংহত করা। তুলার উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও উচ্চ-ঘনত্বের চাষ পদ্ধতি বা এইচডিপিএস-কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় এই পদ্ধতি ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের তুলা উৎপাদনে বিদ্যমান উৎপাদনশীলতার ব্যবধান

কমানো এবং কৃষকদের আয় ও সামগ্রিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডও ডিজিটাল পরিষেবা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং মাঠপর্যায়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম খাতের সংস্কারে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। ‘সিল্ক মার্ক’ পরিষেবার ডিজিটাল ব্যবস্থায় নিবন্ধন, নবীকরণ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, প্রাক-পরিদর্শন, অর্থপ্রদান, লেবেল ইস্যু, নথি সংরক্ষণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মতো কাজ যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ৭,০০০-এর বেশি অনুমোদিত ব্যৱহারকারী এই ব্যবস্থার আওতায় রয়েছেন এবং প্রতি বছর ৫০০-র বেশি নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত হচ্ছেন। নির্ধারিত শর্ত পূরণ হলে সাধারণত ১ থেকে ২ কমদিবসের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। রেশম চাষিদের কাছে প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে ‘মেরা রেশম মেরা অভিমান’ কর্মসূচিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ২০২৫ সালে শুরু হওয়া ১০০ দিনের এই প্রযুক্তি হস্তান্তর অভিযানের প্রথম পর্যায়ে ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১২৯টি জেলায় ১,৪০০-র বেশি কর্মসূচির মাধ্যমে ৭৫ হাজার কৃষকের কাছে প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্মসূচিটি আরও বিস্তৃত করে দেশের কাঁচা রেশম উৎপাদনের ৯৫ শতাংশের বেশি অবদান রাখা ২১৮টি গুরুত্বপূর্ণ রেশমচাষ জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১,৭০০-র বেশি কর্মসূচির মাধ্যমে ৭৩ হাজারের বেশি কৃষকের কাছে সরাসরি পৌঁছানোর পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ অংশীদারকে যুক্ত করা হয়েছে। রেশম খাতের সঙ্গে পয়টন ও স্থানীয় অর্থনীতিকে যুক্ত করতে ‘সেরি-ট্যুরিজম’-এর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। জমি থেকে রেশম তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে জাদুঘর, সরাসরি প্রদর্শন, হোস্ট প্ল্যান্ট ও মথ পার্ক, প্রযুক্তি প্রদর্শনী এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের মানসবাল এবং অসমের টোপাতলিতে সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডের বেসিক সিড ফার্মকে সেরি-ট্যুরিজম হাব হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তুলা ও রেশম—দুই ক্ষেত্রের এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে বস্ত্রশিল্পের মূল্যশৃঙ্খলকে আরও সমন্বিত ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্য সামনে এসেছে। ‘ফার্ম টু ফাইবার, ফাইবার টু ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি টু ফ্যাশন এবং ফ্যাশন টু ফরেন’—এই বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কারিগর, উদ্যোক্তা এবং শিল্প সংস্থাগুলিকে যুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সাত দফা দাবি না মানলে যুদ্ধ চলবে- জানালো ইরান

তেহরান: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জুন মাসে হওয়া অন্তর্বর্তী সমঝোতায় নির্ধারিত সাতটি শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলবে না বলে জানাল ইরান। রবিবার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে ইরানের সংসদের স্পিকার ও শীর্ষ আলোচক মোহাম্মদ বাকের কালিবাফের বক্তব্য উদ্ধৃত করে এই দাবি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময় ইরান একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই প্রস্তাবে বলা হয়, নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ হলে সাত দিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালী খুলে দিয়ে স্বাভাবিক নৌ চলাচল পুনরায় চালু করা সম্ভব। গত সপ্তাহে কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ওই প্রস্তাবের জবাব দিয়েছে। কালিবাফ বলেন, ইরানের অবস্থান স্পষ্ট ও দৃঢ়। ‘ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারক’-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত সাতটি শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী খোলা হবে না। তাঁর দাবি, কূটনৈতিক প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করা এবং একতরফা শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার সময় শেষ হয়েছে। এদিকে ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানিয়েছেন, মার্কিন প্রস্তাবের বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তেহরানের অবস্থান ওয়াশিংটনকে জানানো

হয়েছে। তবে আরও কিছু বিষয় যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো বাকি রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, মার্কিন প্রস্তাবের বেশির ভাগ বিষয় আগের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষ করে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে। কিন্তু এই পর্যায়ে তেহরানের মূল লক্ষ্য হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা এবং স্বাভাবিক নৌ চলাচল ফিরিয়ে আনা। বাঘাই একই সঙ্গে এমন দাবিও অস্বীকার করেছেন যে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার নিমিত্তে ইরান তার পরমাণু স্থাপনাগুলিতে রাষ্ট্রসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থার পরিদর্শনের প্রস্তাব দিয়েছে। তাঁর দাবি, ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইরান এখনও পরমাণু বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেনি। আলোচনার সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিকের মতে, প্রচারিত নথিতে সাত দিনের একটি আশ্রয় তৈরির পর্বের কথা রয়েছে। এর লক্ষ্য জুনে সম্মত সমঝোতার আরও বিস্তৃত রূপে দুই দেশকে ফিরিয়ে আনা। এর মধ্যে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে কিছু নিদিষ্ট পদক্ষেপও রয়েছে। তবে মূল মতবিরোধ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, বরং কোন পদক্ষেপ আগে এবং কোনটি পরে কার্যকর হবে, সেই ক্রম নিয়ে। হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার লক্ষ্যে কাতার ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে বার্তা

আদানপ্রদান করছে। যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হতো। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের ইরানের ওপর হামলার পর থেকেই অঞ্চলটির পরিস্থিতি অস্থির হয়ে রয়েছে। রবিবার তেহরানে বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানান, তেহরান আশা করছে ওয়াশিংটন কূটনীতির পথ বেছে নেবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ফের সামরিক পদক্ষেপ নিলে ইরান তার জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, যুক্তরাষ্ট্র আবার সামরিক সমাধানের পথে এগোলে ইরান আগের তুলনায় আরও বেশি প্রস্তুত এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এর পাশাপাশি ইরানের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মোহাম্মদ আকরামিনিয়া ফার্স সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, ইরান তার ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেবে। ফলে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার প্রশ্টিতি এখন কূটনৈতিক সমঝোতা, পরমাণু কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার বৃহত্তর সমীকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কঠোর বার্তা

প্রথম পাতার বাকি অংশ
আন্তর্জাতিক সীমান্তের পবিত্রতা ও অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেখাতে এবং সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থাপ্তি কঠোরভাবে মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে নিজেদের ভূখণ্ড থেকে যাতে কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতের বক্তব্য, সীমান্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি সীমান্তপারের মাদক পাচারও দেশের নিরাপত্তার জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। ফলে অনুপ্রবেশ, সশস্ত্র মাদক পাচারকারী চক্রের গতিবিধি এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্ভাব্য যোগসাজশ—এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পাকিস্তানের কাছে কার্যকর পদক্ষেপের দাবি ভারত করেছে বলে জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক।

এশিয়ান গেমস

প্রথম পাতার বাকি অংশ
প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পারফরম্যান্সকে প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করে মোদী বলেন, প্রতিযোগিতায় তিনি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন। আগামী দিনে আরও সাফল্য অর্জন করে দেশকে গৌরবান্বিত করার পাশাপাশি অন্যান্য ক্রীড়াবিদকেও তিনি অনুপ্রাণিত করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

জাহাজ চলাচল

দিল্লি: স্বাধীনতার পর এই প্রথম অসমের দিল্লিগড় থেকে কোনও বিদেশি বন্দরের উদ্দেশ্যে পণ্যবাহী জলযাত্রা শুরু হতে চলেছে। আগামী ৫ অক্টোবর দিল্লিগড়ের বগীবিল টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের ঢাকার পাঙ্গাও বন্দরের উদ্দেশ্যে মিথানল নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী জলযাত্রার সূচনা হবে। ব্রহ্মপুত্রের জাতীয় জলপথ-২ এবং ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট হয়ে এই পণ্যবাহী জলযান বাংলাদেশে পৌঁছেবে। কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়া ৫ অক্টোবর সকাল ১১টায় বগীবিল টার্মিনালে এই আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী জলযাত্রার পতাকা উড়িয়ে সূচনা করবেন। অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। প্রথম যাত্রায় অসম পেট্রো-কেমিক্যালস লিমিটেড বা এপিএসএল-এর উৎপাদিত মিথানল বাংলাদেশে পাঠানো হবে। বগীবিল থেকে পণ্যটি ব্রহ্মপুত্রের জাতীয় জলপথ-২ ধরে ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুটে যাবে।

বিমানে সন্ত্রাসবাদী হামলাই

প্রথম পাতার বাকি অংশ
যাত্রীই ছিলেন ইজরায়েলের নাগরিক। পরিস্থিতির মধ্যে ফ্লাইদুবাইয়ের এক রিজার্ভ পাইলট যাত্রী হিসেবে বিমানে ছিলেন। তিনি বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নেন এবং সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তাবুক বিমানবন্দরে সেটি অবতরণ করান। অবতরণের পর সৌদি কর্তৃপক্ষ সহ-পাইলটকে আটক করে। বৃহস্পতিবার তাঁকে সৌদি আরব থেকে আবু ধাবিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। তদন্তকারীরা সহ-পাইলটের উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য প্ররোচনার বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিকিউটর জেনারেল। ইজরায়েলি তদন্তকারীরাও আমিরশাহির নেতৃত্বাধীন তদন্তে অংশ নেবেন বলে ইজরায়েলি সরকারের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির তদন্তকারীদের তরফে ঘটনাটিকে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টা’ হিসেবে বর্ণনা করার বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে আমিরশাহি বা ফ্লাইদুবাই প্রকাশ্যে ঘটনাটিকে এই ভাষায় বর্ণনা করেনি। আমিরশাহির প্রেসিডেন্টের শীর্ষ উপদেষ্টা আনওয়ার গারগাশ এক্স-এ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে দেশের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি রয়েছে এবং চরমপন্থী বক্তব্যের ক্ষেত্রেও কোনওরকম নমনীয়তা দেখানো হবে না। ফ্লাইদুবাইয়ের

মুখপাত্র জানিয়েছেন, ককপিটে ঘটে যাওয়া ওই ‘নিরাপত্তাজনিত ঘটনার’ পরিস্থিতি এখনও তদন্তাধীন। তাই এই মুহূর্তে সংস্থার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। সহ-পাইলটের পূর্ববর্তী কর্মজীবন নিয়েও তদন্ত চলছে। তাঁর নামে থাকা বলে দাবি করা পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য রয়টার্স স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। তবে রয়লয় এয়ার মারোক জানিয়েছে, তিনি ২০২৫ সালে তাদের সংস্থায় তিন মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পরে সেখানে চাকরির জন্য তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। ঘটনার পর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ প্রশ্ন তুলেছেন, সহ-পাইলট কোনও ব্যক্তির নির্দেশে এই কাজ করেছিলেন কি না। এই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ঘটনায় কারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের ‘চড়া মূল্য’ দিতে হবে বলেও সতর্ক করেছেন নেতানিয়াহ। ঘটনাটিকে আরও গুরুতর করে তুলেছে বিমানের আচমকা উচ্চতা হারানোর তথ্য। ফ্লাইট-ট্র্যাকিং সংস্থা ফ্লাইটরাজার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ইজরায়েলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে সৌদি আরবের আকাশসীমায় মাত্র ৩০ সেকেন্ডের কিছু বেশি সময়ে বিমানটি প্রায় ১৬,৬২৫ ফুট উচ্চতা হারিয়েছিল।

